আজকের কাগজ

তারিখ 28 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব

আহমদ শরীফ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাকে বিদ্যার্থীর মনে-মগজে গাঢ়-গভীর করবার লক্ষ্যে নতুন করে কোর্স প্রথাকে ইন্টেগ্রেটেড কোর্সে উন্নীত ও সংহত করছে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে। এদিকে সরকার ও কলেজী শিক্ষা সুষ্ঠু করার জন্যে আলাদা পরীক্ষা গ্রহণ বোর্ড করেছে বিশ্ববিদ্যালয় নামে। অন্যদিকে দুস্থ দরিদ্র সুযোগ বঞ্চিতদের শিক্ষাদানের জন্যে স্থাপিত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আবার মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাঠ্যসূচি মাধ্যমে ঢেলে সাজানোর জন্যে বহু বহু গুণীজন শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত হয়েছে কমিটি বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়ার জন্যে যার যার জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা প্রয়োগে। তাছাড়া খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, গণসাক্ষরতা প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা রয়েছে ও হচ্ছে। এনজিওরাও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছে গ্রামেগঞ্জে। কাজেই মানতেই হবে দেশ ভাত-কাপড়ের অভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে এ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও গোটা দেশে সরকার ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে শিক্ষার স্বাক্ষরতার সুষ্ঠু বিস্তার প্রয়াস। কেননা জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে ও জনসম্পদে এবং জন পুঁজিতে পরিণত করতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। নান্যপন্থা!

কিন্তু দেশব্যাপী এ শিক্ষামনস্কতার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবিকা সংস্থান। এ জন্যেই টেকনোলজি ও টেকনোক্রাসি শেখানো, টেকনোলজিস্ট ও টেকনোক্রাট বানানোই হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য। তাই আজকাল ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ যন্ত্রনির্মাতা, স্থপতি, বাণিজ্যবিদ্যা এবং ব্যবসার পরিচালনাবিদ্যা শেখানোই লক্ষ্য হয়েছে। অবশ্য আগের কলা অনুষদের, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদেরও সাধারণ বিজ্ঞান অনুষদগুলোতে চালু রয়েছে। এবং বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাববিনিময়ের ভাষা হিসেবে ইংরেজী শেখারও শেখার গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। যুক্তি বুদ্ধির সমর্থনের অর্থকরী শিক্ষার আদর-কদর স্বাভাবিকভাবেই বেশি। কারণ মানুষ ও প্রাণী, আগে অশন-বসন-নিবাসন-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্যে অর্থোপার্জন আবশ্যিক ও জরুরী। তারপরে মানুষ হিসেবে মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে শাস্ত্রের, পরিবারের, সমাজের, সরকারের এবং ব্যক্তি মানুষের প্রতি মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করার স্বীকার করার অনুভব করার ও উপলব্ধি করার একটা সাময়িক বা বিবেকি দায়িত্বচেতনা কারো কারো মনে জাগে মাত্র। তাও যতটা সামাজিক নীতি-রীতি-প্রথার আনুগত্যে করা হয়, ততটা আন্তরিকতার করা হয় না।

আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক জাতি চেতনাই

দেয়া হয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থে। সংখ্যালঘু নাগরিকদের হিসেবের মধ্যে রাখা হয় না হয়তো সচেতনভাবে ওদের অধিকারে গুরুত্ব না দেয়ার ফলেই। বাংলাদেশী সংস্কৃতি বস্তুটার কিংবা জাতীয় সংস্কৃতির অবয়বটা কি এ যাবৎ কেউ ব্যাখ্যা করেননি কেবল লেখায় বিবৃতিতে ও ভাষণে উল্লেখ করেন মাত্র। সংস্কৃতিমাত্রই সভ্যজগতের সর্বত্র মিশ্রণে-অনুকরণে অনুসরণে বিনিময়ে গড়ে ওঠে। এরশাদের সময়ে এক ইসলামি সংস্কৃতি বৈরির কমিশন বসানো হয়েছিলো। আসলে ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে মিশরীয়-ব্যাবিলোনীয়-পেলেস্টানীয়-ফিনীসীয়-কেনানীয়-ইরানীয়ও সংস্কৃতির সংমিশ্রিত রূপ। উপমহাদেশে তা দেশীয় উৎপাদনেও হয়েছিলো সমৃদ্ধ। তাই ইসলামিক সংস্কৃতি নামে অবিমিশ্র কিছু পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর কোন জাতির সংস্কৃতিই অবিমিশ্র মৌলিক নয়, নানাভাবে ভিন্ন জাত জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রায়ও মন-মগজ মনন-মনীষা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ও মিশ্রিত। তাই ইসলামি সংস্কৃতি বলে কিছু ছিলো না, সেইও। ছিলোও আটক মুসলিম সংস্কৃতি এবং তাও জাত জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-শিক্ষা ও প্রকৃতি পরিবেষ্টনী ভেদে বিভিন্ন

আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বলার কথা এই, মানুষ খাওয়ার জন্যে বাঁচে না, বাঁচার জন্যেই খায়। আমাদের মধ্যে কেবল জীবিকা অর্জনে যোগ্য লোক সৃষ্টি হলেই আমাদের মনুষ্যত্ব মানবিকগুণ মানবতা বৃদ্ধি পাবে না আমাদের মধ্যে

আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক জাতি চেতনাই দেয়া হয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থে। সংখ্যালঘু নাগরিকদের হিসেবের মধ্যে রাখা হয় না হয়তো সচেতনভাবে ওদের অধিকারে গুরুত্ব না দেয়ার ফলেই। বাংলাদেশী সংস্কৃতি বস্তুটার কিংবা জাতীয় সংস্কৃতির অবয়বটা কি এ যাবৎ কেউ ব্যাখ্যা করেননি কেবল লেখায় বিবৃতিতে ও ভাষণে উল্লেখ করেন মাত্র। সংস্কৃতিমাত্রই সভ্যজগতের সর্বত্র মিশ্রণে-অনুকরণে অনুসরণে বিনিময়ে গড়ে ওঠে। এরশাদের সময়ে এক ইসলামি সংস্কৃতি বৈরির কমিশন বসানো হয়েছিলো। আসলে ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে মিশরীয়-ব্যাবিলোনীয়-পেলেস্টানীয়-ফিনীসীয়-কেনানীয়-ইরানীয়ও সংস্কৃতির সংমিশ্রিত রূপ। উপমহাদেশে তা দেশীয় উৎপাদনেও হয়েছিলো সমৃদ্ধ। তাই ইসলামিক সংস্কৃতি নামে অবিমিশ্র কিছু পাওয়া যাবে না।

মানবিকগুণের অনুশীলনকে গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন একটিকে অন্তত অবশ্য পাঠ্য করতে হবে সর্ব শ্রেণীর ও শাখার শিক্ষার্থীদের জন্যে। এসব বিষয় মানুষকে ভাবায়, মানুষের সূক্ষ্ম অনুভব-উপলব্ধির শক্তি ও যোগ্যতা বাড়ায়। হৃদয় বৃত্তি প্রসার ঘটে।

আহমদ শরীফ : প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক, বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।